بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

ইহুদি-খ্রিস্টান কর্তৃক মর্যাদা ভুলণ্ঠিত হওয়া আরব উপদ্বীপের করুন অবস্থা আজ আমরা নিজ চোখে দেখতে পাচ্ছি এবং নিজ কানে শুনতে পাচ্ছি। উপদ্বীপের মুরতাদ শাসকদের সাহায্য সহযোগিতায় তাঁরা সেখানে তাদের নষ্টামি ও শিরক ছড়িয়ে দিয়ে সেটিকে নোংরা করে ফেলেছে। এ ক্ষেত্রে কাতার, সৌদি বা আরব আমিরাতের শাসক সবাই সমান, এই আবর্জনাপূর্ণ কাপ শুরু হওয়ার আগে ও পরে।

কাতার এই অনর্থক কাপের আয়োজন করে আরব উপদ্বীপের পূর্ব প্রান্তে শত-সহস্র ইহুদি-খ্রিস্টানে ও অন্যান্যদের কাছে তা উপস্থাপন করেছে, এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই। বরং কাতারের এই কাজে যে বিস্মিত হচ্ছে, তার কাজটাই আশ্চর্যজনক, যেন সে এই প্রথম এই তাগুতী রাষ্ট্রটির বাস্তবতা জানতে পারলো। যে রাষ্ট্র ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সময় থেকেই ইসলামের বিরদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত।

কিছু (তথাকথিত) "ইসলামপন্থী" কাতারকে তাদের বন্ধু, সাহায্যকারী বা অন্তত নিরপেক্ষ মনে করার পর ইসলামের ক্ষেত্রে কাতার যে কতটা ঝুঁকিপূর্ণ এবং ইসলামের গতি রোধে তার প্রয়াস যে কতটা ভয়াবহ তা বুঝার জন্য কি এই দূষিত ইভেন্টের আয়োজন করা জরুরী ছিলো? কাতার কি সেদিন ইসলামের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ ছিলো না যেদিন তাঁরা আমেরিকাকে একাধিক সামরিক ঘাঁটি তৈরি করার সুযোগ দিয়েছিলো? কাতারের ভয়াবহতা কি সেদিন বুঝা যায় নি যেদিন তাঁরা সশস্ত্র দলগুলোকে ময়দান থেকে টেনে তুলে হোটেলে নিয়ে এসেছিলো এবং বিশ্বাসঘাতকতাকে অপরাধ সাব্যস্ত না করে বৈধতার মোড়ক পরিয়েছিলো?

প্রায় দুই দশক ধর্মীয় স্বাধীনতা লালন করার পরই ক্রুসেডাররা কাতারকে এই দূর্গন্ধযুক্ত কাপ আয়োজনের অনুমতি দিয়েছে। যে ধর্মীয় স্বাধীনতার লক্ষ্য ছিলো নিরঙ্কুশ অশ্লীলতা ছড়িয়ে দেওয়া। অর্থাৎ হালাল-হারাম, হক্ব-বাতিল বলতে কিছুই থাকবে না। বরং থাকবে (তথাকথিত) "মানবতাবাদ" যা কল্যাণ-অকল্যাণ, ইসলাম-কুফর, জান্নাত-জাহান্নাম সবকিছুকে একাকার করে দিবে! এভাবেই জাহিলী আন্তর্জতিক শাসনব্যবস্থা এই ছোট্ট চাকুরে রাষ্ট্রটিকে ব্যবহার করেছে, আর ইহুদী-খ্রিস্টানদের সেবা করার ক্ষেত্রে উপসাগরীয় অন্য রাষ্ট্রগুলোর চেয়ে এ রাষ্টটি অনেক বেশি এগিয়ে।

এই ইভেন্টেকে কেন্দ্র করে প্রকাশ পাওয়া বেশ কিছু নিবন্ধ, লেকচার পর্যালোচনা করে আমরা দেখলাম যে, কেউ-ই এর কোন শরঈ সমাধান দেয়নি, আর না কেউ সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় করেছে। ঠিক এমনটাই তাঁরা করেছিল আরব আমিরাত কর্তৃক ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেওয়া পদক্ষেপের ক্ষেত্রে! আরব আমিরাত যখন ইহুদীদের সাথে মিত্রতার ঘোষণা দেয়, তখন যারা এর সমালোচনা করেছিলো তাঁরা কেউই আরব আমিরাতের তাগুত শাসক ও সেনাদের বিরুদ্ধে কিছু বলেনি বা তাদেরকে এজন্য দোষারোপও করেনি! একইভাবে আজ যারা কাতারের সমালোচনা করছে তাঁরাও এর দ্বারা কাতারের তাগুত শাসকদের উদ্দেশ্য করছে না। বরং তাদের কেউ কেউ তো কাতারের মতোই এই নষ্টামিপূর্ণ ইভেন্টকে ব্যবহার করে আল্লাহ'র দিকে আহ্বানের কথা বলছে! আমাদের জানা নেই, কেউ যদি সত্যিই আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী হয় তাহলে সে এখানে কোনো সুযোগ পাবে কিনা? নাকি তাকে প্রথমে কাতারের দিকে আহ্বানকারী হতে হবে!

ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কাতারের ভূমিকা নতুন কিছু নয়, কিন্তু কিছু বিপথগামী সংগঠন শুধু এই ঘটনার পরই কাতারের দিক থেকে আসা বিপদ ঘণ্টার শব্দ শুনিয়ে মুসলিমদের বিভ্রান্ত করছে। অথচ এরাই বিগত বছরগুলোতে কাতারের অবস্থান, এর মিডিয়া কার্যক্রম ও প্রচার-প্রচারণা এবং ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তার নিফাক্বপূর্ণ ভূমিকা, বিভিন্ন ইসলামী সংগঠনকে "ফ্যাক্টরী রিসেট" দিয়ে বৈশ্বিক জাহেলি শাসনব্যবস্থার অনুকূলে গড়ে তুলার ক্ষেত্রে এর প্রকাশ্য প্রয়াসের ব্যাপারে পুরাপুরি চুপ ছিল। এসবের কোনোটিই এই জরাজীর্ণ দলগুলোকে কাতার এবং তার অবস্থানের বিরূদ্ধে দাড় করাতে সক্ষম হয়নি। আর এখন অনর্থক কাপের চেঁচামেচিতে তাদের চেতনা ফিরেছে! এটি কি আসলেই দেড়িতে চেতনা ফেরা? নাকি 'তালেবান'কে ধরে নিয়ে এসে আমেরিকান স্বার্থের দারোয়ান বানিয়ে দেয়া এবং প্রায় কয়েক দশক এসব গ্রুপের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হয়ে থাকার পর নিজের স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলোকে তাদের বিরূদ্ধে লেলিয়ে দেয়ার মাধ্যমে কাতার যে তাদের-দিকে হটাৎ পিঠ ঘুরিয়ে দিয়েছে সেই ক্ষোভ প্রকাশের একটা সুবর্ণ সুযোগ!

যখন দাওলাতুল ইসলাম (আল্লাহ একে সমুন্নত করুন) কাতার, আরব আমিরাত, তুরস্ক এবং সৌদির ব্যাপারে মুসলিমদের সতর্ক ও সাবধান করেছিলো, তখন এই দলগুলোই দাওলাতুল ইসলামকে এসব রাষ্ট্রের এজেন্ট বলে অপবাদ দিয়েছিলো। অথচ একমাত্র দাওলাতুল ইসলাম-ই এই সকল রাষ্ট্রের তাগুতদের সবাইকে তাকফির করে। এসব গ্রুপগুলোর মতো এক তাগুত থেকে আরেক তাগুতকে পৃথক করে না। আর এটি সম্ভব হয়েছে আল্লাহর অনুগ্রহে পরাজিত মানসিকতা ও কোমলতাপূর্ণ ফিকহ ছেড়ে শুধুমাত্র হক্ব অনুসরণ করার কারণে। যে পরাজিত মানসিকতা ও শিথিলতা সমৃদ্ধ ফিকহ অনুসরণ করার কারণে এসব দলগুলো নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে যে কোন ছাড় দিতে পরোয়া করে না।অপরদিকে দাওলাতুল ইসলাম যে কোন অবস্থায় নববী মানহাজের উপর টিকে থাকতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। যদিও এটি করতে গিয়ে এর একজন সৈনিকও অবশিষ্ট না থাকে! ফলে দাওলাতুল ইসলাম আল্লাহর অনুগ্রহে ও পরিচালনায় এখনও টিকে আছে। বস্তুত ফল কর্ম অনুযায়ী-ই হয়ে থাকে।

দাওলাতুল ইসলাম সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছে এবং তাঁর উপরই আমল করে যাচ্ছে। যখন তা সকল তাগুতকে এক পাল্লায় রেখে মুসলিমদেরকে এদের ব্যাপারে সতর্ক করে বলেছিল: নিজেদের দ্বীন এবং দুনিয়ার ব্যাপারে এদের থেকে সতর্ক থাকুন, এদের মাঝে কোন পার্থক্য করবেন না। কারণ এরা সবাই হুকুম এবং ঝুঁকির দিক থেকে সমান। প্রকৃতপক্ষে, ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কাতারের নেওয়া পদক্ষেপ অন্য তাগুতী রাষ্ট্র আরব আমিরাত ও সৌদির চেয়ে অনেক বেশি সুদূরপ্রসারী, প্রভাবশালী এবং বিপদজনক। সর্বশেষ ঘটনা এর উত্তম প্রমাণ।সৌদি যে সকল নোংরামি, বেহায়াপনা আরব উপদ্বীপে প্রবেশ করাতে ব্যার্থ, কাতার লাঞ্ছনা ও সেচ্ছাচারিতার কাপের মাধ্যমে সেগুলোকেই উপদ্বীপে প্রবেশ করিয়েছে!

এমনিভাবে আরেকটি বড় ধোঁকাবাজি হলো মিডিয়ার মাধ্যমে চালানো বিশাল অপপ্রচার। যেখানে শুধু কাতারি মিডিয়াগুলো না, ঐসকল ছোট দাজ্জালি ভ্রষ্ট দাঈদেরও অনেক বড় ভূমিকা রয়েছে, যাদেরকে কাতার তাদের সেনাপতি বড় দাজ্জালের নেওয়া পদক্ষেপ অনুশীলন করার জন্য টেনে এনেছে।

যাদের কাজ হলো মুসলিমদেরকে বিভ্রান্ত করে, ধোঁকা দিয়ে বুঝানো যে, ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পদক্ষেপে হিসেবে চিত্রায়িত করা এই দূর্গন্ধযুক্ত কাপ মুসলিমদের বিজয়ের একটি প্রতীক। এই বেহায়াপনার অনুষ্ঠান হলো দাওয়াতী অনুষ্ঠান!

এটি কাকতালীয় কিছুই নয় যে উপরোক্ত মিডিয়াকর্মী, দাঈ, লেখকদের এই বিরাট দলটি'ই ইরাক এবং শামে খিলাফাহর ভূমিতে চলমান ক্রুসেড যুদ্ধে দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে মিডিয়া এবং বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধের অগ্রগামী ভূমিকা পালন করেছে!কারণ এখানে ময়দান একটিই, আর তা হলো; নবী ﷺ এর অনুসারী ও দাজ্জালের অনুসারীদের মাঝে চলমান লড়াইয়ের ময়দান। যেখানে দাজ্জালের অনুসারীদের মিশন হলো হক্ব-কে বাতিলের সাথে মিশিয়ে দেওয়া, আর নিজেদের মন মতো সংজ্ঞা দিয়ে কুফরকে ঢেকে দেওয়া।

এখন আমরা অগ্রাধিকার আর বাজেট কেন্দ্রিক ফিকহের শিকার লোকদের উদ্দেশ্যে একটি বার্তা দিচ্ছি, যাদের হুঁশ ফিরতে কিছুটা দেড়ি হচ্ছে। (জেনে রাখুন), সকল প্রকার জাহিলিয়াত বর্জন করে কেবলমাত্র তাওহিদ ধারণ করাই সর্বাধিক অগ্রাধিকার যোগ্য। আর যে তাওহীদকে নষ্ট করে ফেলে এবং "ওয়ালা ওয়াল বারা"কে কবর দিয়ে দেয়, আসমানের নিচে তার কোন মূল্য নেই। এই বিরাট জাহেলি সমাবেশে সব মানুষ মিলে মিশে একাকার হয়ে যাওয়ার যে স্রোত চলছে তা স্বার্থবাদের দাসদের (দরবারি আলেমরা) দ্বারা আবিষ্কৃত বিকৃত ফিকহের ফসল। যেন তাঁরা বলতে চায়, বান্দাদের কল্যাণ কিসে আছে সেটা তাঁরা তাদের সৃষ্টিকর্তার চেয়েও ভালো জানে!

অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন: {যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কি জানেন না? অথচ তিনি সূক্ষ্মদর্শী, পূর্ণ অবহিত!} এই সূক্ষ্মদর্শী, পূর্ণ অবহিত মহান সত্তা-ই কাফের এবং মুরতাদদের গর্দানে আঘাত করার জন্যে জিহাদের বিধান দিয়েছেন। এই সূক্ষ্মদর্শী, পূর্ণ অবহিত মহান পবিত্র সত্তা-ই "ওয়ালা বারা"কে ফরয করেছেন এবং তাঁর কিতাবে এর প্রশংসা করেছেন আর তাঁর নবীকে তা অনুসরণ করার আদেশ দিয়েছেন। তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন: "অতঃপর আমি আপনার কাছে এই মর্মে ওহী প্রেরণ করেছি যে, আপনি একনিষ্ঠভাবে ইব্রাহিমের মিল্লাতের অনুসরণ করুন।"

যে সকল তালিবুল ইলমরা "নিরাপত্তার অঙ্গিকার" সংক্রান্ত মাসআলা নিয়ে ইখতিলাফে লিপ্ত তাদের কাছে কি এখন পরিষ্কার হয়েছে যে, উপদ্বীপের তাগুত শাসক ও তাদের আলেমরা কখনোই এই মাসআলাকে সামনে রেখে কিছু করেনি? বরং তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো, মুসলিমদেরকে ইহুদী-খ্রিস্টানদের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে বিরত রাখা, যারা এখন উপদ্বীপের স্থায়ী বাসিন্দায় পরিণত হয়েছে! তাদের সেখানে এমন সকল অধিকার আছে যা সেখানকার আসল অধিবাসীদেরও নেই?!

হে মুসলিম উম্মাহ! আমরা এই প্রবন্ধে মূল সমস্যা তুলে ধরেছি। এখন শুধু প্রয়োজন সমাধান। সমাধান আমরা দিবো না। আমাদের মস্তিস্ক প্রসূত কোন খেয়াল দিয়েও হবে না। বরং এর সমাধান স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীতেই রয়েছে, যা তার নবী ﷺ মৃত্যুশয্যায় থেকেও বলে গেছেন: "আরব উপদ্বীপ থেকে মুশরিকিনদের বের করে দাও"। [বুখারী ও মুসলিম] তিনি ﷺ আরো বলেন: "আমি অবশ্যই ইহূদী খ্রিস্টানদের আরব উপদ্বীপ থেকে বের করতে থাকবো যতক্ষণ না সেখানে শুধু মুসলিমরা অবশিষ্ট থাকে।" [মুসলিম] এই হলো আপনাদের নবী ﷺ এর ওসিয়ত। তার ওসিয়ত পালনের ব্যাপারে কেউ যেনো কারো সাথে পরামর্শের প্রয়োজন বোধ না করে! হে মুসলিমগণ! কে এই ওসিয়ত বাস্তবায়ন করবে?